ইয়ুথ ভয়েজ
YOUTH VOICE

❖ বর্ষ : ০১ ❖ সংখ্যা : ০১ ❖ জুন ২০০৯

বাংলাদেশে 'গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ'এর ২য় কার্যক্রমের সফল পরিসমাপ্তি

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের ভলান্টিয়ারদের মাঝে প্রধান অতিথি মোঃ এহসান উল ফাত্তাহ, মাননীয় সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মঞ্চে ডান পাশ থেকে ৩য়)। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন (বাম পাশ থেকে) মিঃ জাকির হোসেন, প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ; মিঃ ষ্টিফেন ইভান্স, মাননীয় হাই কমিশনার, ব্রিটিশ হাই কমিশন; মিঃ চার্লস নাটেল, পরিচালক, ব্রিটিশ কাউন্সিল; শাহানা হায়াত, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ভিএসও বাংলাদেশ এবং মোঃ আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইপসা

তথ্য প্রযুক্তির এই মহাযুগে বিশ্ব আজ অনেক ছোট হয়ে আমাদের প্রতিবেশি বাসিন্দা'র মতো কাছে এসে গেছে। তথাপি আমরা অনেকেই স্বীকার করি যে, আমরা একটি খন্ডিত, দুর্বল ও জটিল সমাজে বসবাস করছি। যে সমাজ আজ বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যা জর্জরিত বিশ্বে পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, সম্মানবোধ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সমতার ভিত্তিতে এক ইতিবাচক সম্পর্কের মাধ্যমে সক্রিয়, সার্বজনীন বা বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে গত ২ বছর ধরে 'গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ' বা আন্তঃ অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দুটি দেশের সমবয়সী (১৮-২৪ বছর) যুবক যুবতীদের মধ্যে চিন্তা চেতনা, বিশ্বাস, জীবনধারা, পারিবারিক বন্ধন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিনিময়, মেধা বিকাশ এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। গত ১ মার্চ ২০০৯ তারিখ ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের অডিটরিয়ামে এক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ' এর ২য় কার্যক্রমের সফল পরিসমাপ্তি হয়।

(এরপর পৃষ্ঠা ২ এর ২ কলাম)

Bangladesh Youth Representative Attended Malaysia International Youth Programme 2009

The youth leaders from Bangladesh, Malaysia, Cambodia, Korea, Indonesia, Japan, Thailand, India, Maldives, Lows, Singapore and Brunei gathered in Kualalampur, Malaysia to take part in a workshop on International Youth Programme on 12-16 May 2009. The aim of the programme is to share the youth activities of the participant countries.

Mr. Kamal Effendi, representative of Malaysia Crime Prevention Foundation discussed on the situation of crime regarding Asia Pacific reason in the programme. Besides, there were some discussions, group work and presentation on various youth issues. As a part of the programme all participants visited different places like Banda Hilir, Bukit Pulau Village and KLCC Twin Tower. They also met with the Honorable Minister, Youth & Sports Malaysia and attended in a Dinner.

CYP Former Deputy Regional Youth Coordinator Mrs. Fatema Ansary (3rd from left) from Bangladesh is seen with the participants of Malaysia, Cambodia, Korea, Indonesia, Japan, Thailand, India, Maldives, Lows, Singapore & Brunei

On 15th of May, 2009, which was the National Youth Day of Malaysia, the team visited in a exhibition and took part in a cultural programme which was organized at MITC. That day was the 41st Malaysia National Youth Day Celebration. Honorable Prime Minister attended in the programme as a chief guest.

- Mrs. Fatema Ansary

সম্পাদকীয়

যুবসমাজ হলো দেশ ও জাতির অমীয় শক্তির আধার এবং মহামূল্যবান সম্পদ। যে জাতি এই সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করেছে, সে জাতি তত উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। সময়ের আবর্তে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অগ্রনায়ক ও প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে যুবরাই আবির্ভূত হয়েছে বার বার। এদের পরিচর্যা ও উন্নয়নের উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ। তাই জাতীয় অস্তিত্বের এই চলমান শক্তির উন্নয়নে আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি হলো যুব। এদের অধিকাংশেরই চিন্তা-ভাবনা নিজের পড়াশুনা, ভালো চাকুরী, বিয়ে, সুন্দর একটি বাড়ী এবং শেষ জীবনে নিশ্চিন্তে দিন যাপনের মধ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে এগুলো অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু এর পাশাপাশি দেশ ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। দেশ ও সমাজের কাছে তাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি দেশ ও সমাজের প্রতি তাদের অনেক কর্তব্যও রয়েছে। তাদের এই অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়টুকু প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

আমরা জানি যে, আমাদের দেশের যুব সমাজ বহুদিক থেকে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। রাষ্ট্রের কাছ থেকে যতটুকু অধিকার পাওয়ার দরকার তা থেকে তারা বঞ্চিত। তথাপি বিভিন্ন সংগঠন আমাদের দেশের যুবদের উন্নয়নে সংগঠিত বা অসংগঠিত ভাবে অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু কোথায় কি হচ্ছে তা সমন্বিতভাবে কোন প্রকাশনার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয় না। ফলে বিভিন্ন এলাকায় যুবদের উন্নয়ন সম্পর্কিত কোন ধারণা যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি কোন্ এলাকায়, কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত যে সম্পর্কেও উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সাথে সাথে যুবদেরকে স্থানীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মেধা বিকাশের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে তাদের দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করার মতো সম্মিলিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সম্ভব হচ্ছে না।

সার্বিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, হোপ'৮৭ এবং ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) যৌথভাবে দেশে যুব বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বিত দেশীয় মুখপত্র "ইয়ুথ ভয়েজ" নিয়মিতভাবে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস্তবায়িত যুব বিষয়ক কার্যক্রমের সচিত্র সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি যুবদের বিভিন্ন সমস্যা-সম্ভাবনা ও সৃজনশীল কার্যক্রমকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র উদ্যোগটি সকলের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আসুন সকলে এই উদ্যোগটিকে সফল করার নিমিত্তে এবং একটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে একাত্ম হই।

'ইয়ুথ ভয়েজ'এর গ্রাহক হোন

বাংলাদেশের যুব বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বিত মুখপত্র 'ইয়ুথ ভয়েজ' প্রতি ৩ মাস অন্তর প্রকাশিত হবে। এর মুদ্রণ ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক ১০০ টাকা শুভেচ্ছা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সকল প্রতিষ্ঠানকে এর গ্রাহক হওয়ার জন্য সবিনয় আহ্বান জানাচ্ছি।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মোঃ এহসান উল ফাত্তাহ, মাননীয় সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন-"পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অগ্রনায়ক ও প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে বার বার যুবরাই আবির্ভূত হয়েছে। এরা দেশের মহামূল্যবান সম্পদ। 'গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তোমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তা সকলের ভাগ্যে হয় না। তাই দেশ ও জাতির কল্যাণে তোমাদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। একজন আদর্শ যুব হিসেবে আর দশজনকে অনুপ্রাণীত করতে হবে"। তিনি আরও বলেন-"স্বেচ্ছাসেবার এই মন-মানসিকতা আমরণ নিজেদের মধ্যে ধারণ করে রাখতে হবে, যেন সকলের প্রয়োজনে সর্বাগ্রে এগিয়ে যেতে পারো"।

মিঃ ষ্টিফেন ইভান্স, মাননীয় হাই কমিশনার, ব্রিটিশ হাই কমিশন বাংলাদেশ, বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন,'তিনিও একসময় যুব বয়সে অন্যদেশে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন। এই কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না এবং সকলের ভাগ্যে এ সুযোগ হয় না। জীবনে সব সময় সব বিষয়ের ইতিবাচক দিকগুলোকে ধারণ করবে এবং খারাপ দিকগুলোকে বর্জন করবে। এই কার্যক্রম থেকে যে ভালো দিকগুলো তোমরা শিখেছো তা অনুশীলন করে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠো, এটাই সকলের প্রত্যাশা'।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিঃ চার্লস নাটেল, পরিচালক, ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মোঃ আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইপসা ও লাইন ম্যানেজার, গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ এবং মিঃ জাকির হোসেন, প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ভলান্টিয়ারদের পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, যুবপ্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী এবং বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সুন্দর কার্যক্রম আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের সকল কর্তৃপক্ষ, হোষ্ট পরিবার, হোষ্ট সংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিশেষ করে ইপসা'কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শাহানা হায়াত, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ভিএসও বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য যে, 'গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ' প্রোগ্রামটি ৩০ বছর আগে প্রথম কানাডায় গ্রহণ করা হয়। এই মডেলটি ১৯৯৯ সালে ভলান্টারী সার্ভিস ওভারসিস (ভিএসও) যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসে এবং বাস্তবায়ন করে। এর পর ব্রিটিশ কাউন্সিল, কমিউনিটি সার্ভিস ভলান্টিয়ার (সিএসভি) ভলান্টারী সার্ভিস ওভারসিস (ভিএসও) এর যৌথ পরিচালনায় এবং বিভিন্ন দেশের স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০০১ সাল থেকে 'গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ' প্রোগ্রাম নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখাস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলংকা,

মঙ্গোলিয়া এবং ফিলিপাইনে মোট ৬০টির বেশি এক্সচেঞ্জ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এই বছর বাংলাদেশে দ্বিতীয় বারের মতো 'গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ' প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত এপ্রিল ২০০৮ সালে এই কার্যক্রমটি শুরু হয় এবং শেষ হয় মার্চ ২০০৯। ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ভলান্টারী সার্ভিস ওভারসিস (ভিএসও) এর কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হলোঃ (১) ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) এবং (২) নাগরিক উদ্যোগ (এনইউ)। সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ইপসা দীর্ঘদিন যাবৎ বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগে সুনামের সাথ কাজ করে আসছে বিধায় ইপসা'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই বছর এই কার্যক্রমটি চট্টগ্রামে পরিচালিত হয়েছে।

অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে আগত ভলান্টিয়ারদের পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, যুবপ্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী এবং বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দদের মাঝে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের ভলান্টিয়ারগণ।

এই কার্যক্রমের বিশেষত্ব এই যে, অংশীদারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশী মোট ১৮ জন যুবক-যুবতী একত্রে উভয় দেশে ৩ মাস করে বিভিন্ন পরিবারে বসবাস করে এবং সংস্কৃত বিনিময় ও কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হলো ব্যবহারিক কাজের পাশাপাশি উভয় দেশের কমিউনিটি থেকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার করা, যাতে কর্মসূচি শেষ হওযার পর তারা আরো সক্রিয়ভাবে নিজ নিজ দেশের কমিউনিটির উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে পারে। বাংলাদেশে গত কার্যক্রমের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ Building Youth as Active Citizen for Community Developement "কমিউনিটি উন্নয়নে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন"।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী দলটি স্কটল্যান্ডের ক্যেইথনেস এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এলাকায় কাজ করে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের ১ জন করে মোট ২ জন ছেলে একটি পরিবারের সাথে অবস্থান করে। একইভাবে ১ জন করে মোট ২ জন মেয়ে অন্য একটি পরিবারের সাথে উভয় দেশে ৩ মাস করে বসবাস করে। এই ৬ মাস পরিবারগুলোর সাথে ভলান্টিয়ারদের নিজেদের যাবতীয় বিষয় নিয়ে সহভাগিতা হয়। তাদের প্রধান কাজ ছিল সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে একটি সংগঠনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করা। এছাড়া সকলে একত্রে নির্দিষ্ট দিনে উভয় কমিউনিটিতে বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও কাজ করে।

বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ে ভলান্টিয়াররা যেসব সংগঠনের সাথে কাজ করছে তাহলো-ইপসা, নওজোয়ান, ঘাসফুল, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরাম, নির্মল ফাউন্ডেশন, বনফুল সমাজকল্যাণ সংস্থা, স্টেপ টু এলিভেট প্রোভার্টি, চিটাগাং স্যোসাইটি ফর দি ডিসএবল্ড এবং উৎস উল্লেখযোগ্য।

বিগত কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য থেকে একজন করে মোট দু'জন প্রোগ্রাম সুপারভাইজার বিনিময় কার্যক্রম উন্নয়ন, সহযোগিতা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রোগ্রাম সুপারভাইজাররা বিনিময় কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে স্বেচ্ছাসেবকরা যাতে কম্যুউনিটিতে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে এবং সেখান থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কিছু শিখতে পারে সে ব্যাপারে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

আজ বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ভোগবাদ ও আধিপত্যের লিপ্সা বিশ্বকে যুদ্ধ বিগ্রহের দিকে ধাবিত করছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ, অবিশ্বাস দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই যুব সমাজের উপর। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। বিশ্ব ব্যাংক তার ২০০৭ সালের রিপোর্টের 'উন্নয়ন ও পরবর্তী প্রজন্ম' অধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে যে, 'আমরা যদি আমাদের সমাজের এবং যুবদের জন্য কিছু বিনিয়োগ না করি, তাহলে বর্তমান বিশ্বকে বিপন্নের দিকে ঠেলে দিব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সংকটের দিকে পতিত হবে'। 'গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ' যুবদের জন্য বিনিয়োগের এমনি একটি কার্যক্রম। যেটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের যুবদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রোগ্রাম ভবিষ্যৎ সক্রিয় সার্বজনীন নাগরিকদের উৎসাহ প্রদান করে সকল ভেদাভেদ ভুলে প্রত্যেক জাতি, সমাজ ও মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে চিরস্থায়ী একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই আসুন আমরা সকলে তাদের সাথে বিশ্ব যুব সমাজের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসি।

-হেনরী হেবল রায়

বাংলাদেশে কর্মরত যুব সংগঠনের জাতীয় ভিত্তিক ডাইরেক্টরী

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সব যুব সংগঠন ও ক্লাব দীর্ঘদিন যাবৎ যুবদের জন্য ও যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সুনামের সাথে কাজ করে আসছে, তাদের সেই কার্যক্রমের ভিত্তিতে আগামী **আগস্ট** ২০০৯ মাসে সমন্বিত আকারে একটি যুব সংগঠনের ডাইরেক্টরী প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে একাত্ম হতে সকল যুব ক্লাব, সংস্থা বা সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার সংগঠন বা সংস্থার নাম, ঠিকানা (ফোন / মোবাইল, ই-মেইল ও ওয়েবসাইট সহ), সংগঠন বা সংস্থার প্রধানের নাম ও পদবী, বর্তমান যুব বিষয়ক কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ যুব সম্পর্কিত পরিকল্পনা ইত্যাদি ইংরেজী ভাষায় এক পাতার মধ্যে **'ইয়ুথ ভয়েজ'** এর সম্পাদকীয় কার্যালয়ে আগামী ২০ **জুলাই** ২০০৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণের সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সিলেটে 'আমি, আমরা ও সমাজ' বিষয়ক
যুবগঠন কর্মশালা

যুবগঠন কর্মশালায় যোগদানকৃত মিরপুর ক্যাথলিক যুব সংঘ'র যুবক যুবতীরা

'আমি, আমরা ও সমাজ' প্রতিপাদ্য বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে গত ৪-৮ আগষ্ট ২০০৮ সাধু প্যাট্রিক'র গীর্জা, জাফলং, সিলেট এ যুবক-যুবতীদের নিয়ে এক যুবগঠন কর্শমালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় প্রেরিতগণের রানী মারীয়া, মিরপুর, ঢাকা, গীর্জা'র মোট ৫০ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটিকে আনন্দময় ও ফলপ্রস্ করে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভূ-স্বর্গ জাফলং এ আয়োজন করা হয়। যাতে যুবক-যুবতীরা জ্ঞানগর্ভ কিছু শেখার পাশাপাশি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে। একজন যুব হিসেবে সমাজের প্রতি কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে এবং সমাজের কাছে যেসব অধিকার রয়েছে এইসব বিষয় নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। কর্মশালার কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ধ্যান-প্রার্থনা, নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও উপস্থাপনা, দলীয় আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন। কর্মশালার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন ফাঃ প্রদীপ পিরিজ পিমে। এবং এর বিভিন্ন সেশনগুলোতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঢাকা থেকে আগত সিস্টারগণ এবং স্থানীয় পাল-পুরোহিত আলোচনা করেন। এই কর্মশালাটি যুবদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের আত্মোপলব্দিকে জাগ্রত করবে বলে বিশ্বাস।

–শ্যামুয়েল হালদার (রিগান)

HOPE'87 এর আর্থিক সহায়তায় দুর্গম পাহাড়ে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

মানুষের জীবনে অধিকাংশ রোগ সৃষ্টি হয় নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশনের অভাবে। বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য এলাকায় প্রতি বছর মার্চ হতে মে মাস পর্যন্ত নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশনের অভাবে হাজার হাজার মানুষ ডায়রিয়া, কলেরা ও পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। জনগণের এই দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দাতা সংস্থা HOPE'87 ও The Reader's of the Passauer Neue Presse এর আর্থিক সহায়তায় হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন নামে একটি স্থানীয় সংস্থা বান্দরবান জেলার রুমা ও থানছি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ের বিভিন্ন পাড়ায় নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

HOPE'87 এর কান্ট্রি ম্যানেজার ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ টিউবওয়েল প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন।

গত ৬ মার্চ ২০০৯ তারিখ থানছি উপজেলার দিংতেই পাড়াবাসীর জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন সরবরাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন থানছি উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব থামলাই ম্রো। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন-'দুর্গম পাহাড়ে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ক্ষেত্রে হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন বিপ্লব এনেছে। আমাদের উচিত হবে এর রক্ষনাবেক্ষণ করা এবং অন্যদের নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবহারে উৎসাহিত করা।' থানছি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ীদের মাঝে বিনামূল্যে রিংওয়েল টিউবয়েল ও লেট্রিন প্রদানের সাথে সাথে পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলা ও স্থানীয় ভাষায় বিভিন্ন প্রকার পোষ্টার ও বিলবোর্ড বিতরণ এবং স্থাপন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দিংতেই পাড়ার কারবারী মিঃ দিংতেই ম্রো। অন্যান্যদের মধ্যে HOPE'87 এর প্রতিনিধি এবং প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর মিঃ অব্রাহাম ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য যে, HOPE'87 ও The Reader's of the Passauer Neue Presse এর আর্থিক সহায়তায় হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন "Sustainable Provision for Safe Water and Sanitation (SPSWS)" নামে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পরীক্ষামূলক একবছর মেয়াদী এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৮টি পরিবার নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন প্রদান করা হবে। এরই মধ্যে নিরাপদ পানির জন্য ১০টি পাড়ায় ১০টি রিংওয়েল, ২টি জিএফএস (গ্রাভেটি ফ্লো সিস্টেম) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

কুমিল্লা'য় গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ পালিত

'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা' প্রতিপাদ্য বিষয়কে গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে গত ২০-২৬ এপ্রিল ২০০৯ সমগ্র বাংলাদেশে পালিত হলো 'গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ'। এ উপলক্ষ্যে গত ২৫ এপ্রিল ২০০৯ দুপুর ১:৪৫ মিনিটে কুমিল্লার কেপসি কাম কনফারেন্স হলে ইউনাইটেড পিপলস ট্রাস্ট (ইউপি ট্রাস্ট), গণসাক্ষরতা অভিযান এবং ক্যাব কুমিল্লা'র যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

'গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারী প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদা আক্তার, কুমিল্লা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান, কুমিল্লা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের প্রবেশনারী অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলাম, ডাচ বাংলা ব্যাংক কুমিল্লা শাখার ম্যানেজার মোঃ বদিউল আলম বাদল, কুমিল্লা পৌরসভার কাউন্সিলর রায়হান রহমান হেলেন এবং বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি'র ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোঃ আলমগীর খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতি হিসেবে ছিলেন ইউনাইটেড পিপলস ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী ও ক্যাব কুমিল্লা'র প্রেসিডেন্ট মোঃ আলী হাজারী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্যাব কুমিল্লা'র সেক্রেটারী এডভোকেট মোঃ খোরশেদ আলম।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কুমিল্লা লালমাই কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শফিকুর রহমান মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কুমিল্লা'র বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সুধীসমাজের প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন সংগঠন ও এনজিও'র কর্মকর্তা, সাংবাদিক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন মিঃ অচিন্ত্য কুমার দাস টিটু। আলোচনা সভা শেষে সকলের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালী বের করা হয়। এছাড়া কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কুমিল্লা'য় লিফলেট, স্টিকার, পোষ্টার, ক্যালেন্ডার প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, শিক্ষা বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে এবং সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পৃথিবী জুড়ে এই সপ্তাহ পালন করা হয়।

–মোঃ আলী হাজারী

পিড্‌স এর উদ্যোগে যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রত্যাশা ইন্টিগ্রেটেড ডেভলপমেন্ট সংস্থা (পিড্‌স) এর উদ্যোগে কুমিল্লা জেলার সীমান্তবর্তী গলিয়ারা, জগন্নাথপুর, পাচথুবি, আমড়াতলি ইউনিয়নের দুঃস্থ যুব মহিলাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহায়তায় যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় পোশাক তৈরী (সেলাই) প্রশিক্ষণ, বেকার যুবক যুবতীদের হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন প্রশিক্ষণ, মৎস চাষ ও মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় দুঃস্থ যুব মহিলাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও তাদের স্বাবলম্বী করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই এর উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এসব যুবমহিলাদের এইচআইভি / এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইপসা-জিএফএটিএম প্রকল্পের আওতায় জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া গণসচেতনতামূলক নিজস্ব কার্যক্রম যেমন- যৌতুক, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, নারী নির্যাতন ও মানব পাচার প্রতিরোধ, ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পাস ক্যাম্পিং, পাড়া বৈঠক এবং মতবিনিময় সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার পরিচালিত 'রনজ' সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'র মাধ্যমে মানব পাচার বিরোধী পথ নাটক 'এপার ওপার' জেলা ব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

জনগণকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতন করতে 'রনজ' কর্তৃক মঞ্চায়িত পথ নাটক 'এপার ওপার'

উল্লেখ্য যে, যুব নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্থার নির্বাহী কমিটিতে ৪০ ভাগ ও সাধারণ পরিষদে ৫০ ভাগ যুবক-যুবতীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সাধারণ পরিষদে ৫০ ভাগ নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। যা আগামীতে নির্বাহী কমিটিতে ৫০ ভাগ নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। যুব সমাজের উন্নয়নে কাজ করার স্বীকৃতি স্বরূপ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইকরাম রানা'কে জাতীয় যুব দিবস'০৮ সালের জেলার শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠকের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ঢাবি'তে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে আইসিটি প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% মানুষ প্রতিবন্ধী, যার পরিমান প্রায় ১.৫ কোটি। এদের মধ্যে কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধী, কেউ শ্রবণ বা বাক প্রতিবন্ধী, কেউ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আবার কেউ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে আমাদের সমাজে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই বিরাট জনসংখ্যাকে যথাযথ ক্ষমতায়ন করতে পারলে তারাও আমাদের জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। দেশের সর্বস্তরের জনগণকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন অধ্যাপক ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক, মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমান বিশ্বে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যমে হিসাবে পরিগণিত। বিশেষ করে বিশ্বে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' একটি অন্যতম নিয়ামক হিসাবে কাজ করতে পারে। 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে বলে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি'র বক্তব্য রাখছেন মাননীয় উপাচার্য, অধ্যাপক ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১৬ এপ্রিল ২০০৯, বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ক প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)।

সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খন্দকার ফজলুর রহমান, গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মোঃ আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইপসা এবং ড. ওয়াহিদুল ইসলাম, কান্ট্রি ডিরেক্টর সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন মিঃ ভাস্কর ভট্টাচার্য, প্রশিক্ষক, ইপসা যিনি নিজেও একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং জাপান, থাইল্যান্ড ও ভারত থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, মাননীয় কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জনাব মনসুর আহমেদ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমিরেটাস অধ্যাপক ড. সুলতানা সারোয়াত আরা জামান, আ.ই.আর, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী এবং বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাশে আছেন অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, মাননীয় কোষাধ্যক্ষ, ঢাবি এবং মোঃ আরিফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী, ইপসা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গত ১ নভেম্বর ২০০৮ হতে ৬ এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ে প্রশিক্ষণে দক্ষ ও অভিজ্ঞ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করে। মোট ৩৬ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রন্থাগারে কর্মরত ৪ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণটি সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনটি

ব্যাচে ভাগ করে মোট ৬০ ঘন্টা করে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল দীর্ঘদিন যাবৎ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একটি আন্তর্জাতিকমানের রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়, যেখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পাঠ্য বিষয় সমূহ পাঠ করতে এবং কম্পিউটারে কাজ করতে পারছে। এছাড়া সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল এর তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার, প্লাক্সটক, ব্রেইল প্রিন্টার ও ব্রেইল টাইপ মেশিনও সরবরাহ করা হয়েছে।

সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে আগত প্রশিক্ষনার্থী এবং অতিথীবৃন্দ

এই প্রশিক্ষণটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে অন্যতম নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে বলে সকলের বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বধানে ছিলেন সামসুন নাহার আহমেদ, প্রজেক্ট ম্যানেজার, সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল।

সিসিবিএসি-মমতা'য় কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৬ মাসে ২৮ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্রতিষ্ঠিত

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড থানাধীন সলিমপুর ও ভাটিয়ারী ইউনিয়নের যুব ও কিশোর কিশোরীদের'কে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'মমতা' 'সলিমপুর কমিউনিটি বেইজড এডুলেসেন্ট প্রজেক্ট" নামে একটি প্রকল্প ২০০২ সাল থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের আওতায় বেসিক কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও লাইট), ড্রেস ডিজাইনিং ও তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

গত নভেম্বর ২০০৮ হতে এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১৪৪ জন যুবক-যুবতী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। সুখবর হলো যে, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ১০ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থী এবং ১৮ জন ইলেক্ট্রিক্যাল প্রশিক্ষণার্থী PHP BSRM SARRM সহ অন্যান্য বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লাভ করেছে। এছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১০ জন যুবমহিলা টেইলারিং'র দোকান, ২ জন যুবক ইলেক্ট্রিক্যালের দোকান এবং ২ জন কম্পিউটারের দোকান দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অত্র এলাকার যুবসমাজকে বেকারত্ব নিরসনে উদ্বুদ্ধ করেছে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মমতা'র অধীনে বাস্তবায়নাধীন সিসিবিএপি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে এ দেশের দরিদ্র যুব সমাজের বেকারত্ব নিরসন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যুগের চাহিদা মোতাবেক আরো উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করার মাধ্যমে কর্ম এলাকাভুক্ত শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানহীন যুবসমাজের জন্য একটি নতুন ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কাজ করার স্বপ্ন দেখে।

মমতা'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে স্থানীয় যুবমহিলারা; এদের অনেকেই আজ স্বাবলম্বী।

পিযেএস-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে গাছ বিতরণ

গত ডিসেম্বর ২০০৮ এ প্রশিক্ষিত যুবকল্যাণ সংস্থা (পিযেএস) এর উদ্যোগে যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের ৪০ জন যুব ও যুবমহিলাদের মাঝে বিনামূল্যে বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করা হয়। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ার কারণে আমাদের দেশের জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার জন্য আমাদের প্রচুর গাছপালা রোপন করা দরকার। কারণ গাছপালাই আমাদের পরিবেশকে অনেকাংশে রক্ষা করে। যুবদের মাঝে বৃক্ষরোপনের আগ্রহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সংস্থার প্রধান নির্বাহী কাজী মোঃ জামিউল ইসলাম (ডাবলু) যুবদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাঘারপাড়া উপজেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যুবসমাজ এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন গাছের চারা হাতে যুব ও যুবমহিলা প্রতিনিধি

Don Bosco, the Educator Loves the Youth of Bangladesh

The name Don Bosco is already known in Bangladesh because of certain institutions that have been named after him, especially in the city of Dhaka. However his own direct followers, that is to say, the members of the educational society founded by him, have set foot in Bangladesh only as recently as 24 March 2009.

Who then is Don Bosco? He is a Catholic Christian priest who lived in Italy between 1815 and 1888. His full name is John Melchior Bosco. However, from the time he became a priest he came to be known popularly as Don Bosco, don being the way priests are addressed in Italy even to this day.

Don Bosco was more than just a dreamer. He knew that education was the key to helping these young people. Though he himself was poor and lacked the means to do anything significant, with the help of well wishers and a host of generous friends he opened schools, hostels, technical schools, youth centres and special training centres for the education and welfare of the young. He began his works in the city of Turin in Italy and gradually spread out to other countries in Europe and South America.

To carry on the work he had started, he founded a society called "Salesian Society", which after his death came to be renamed as "Salesians of Don Bosco (The Salesians)" and has close to 16000 members and works for the welfare of youth in 130 countries of the world. I am glad to say that I who write this article am a member of this society, now residing in Bangladesh.

After setting aside repeated invitations to do something for the better education of the children and youth in Bangladesh, the Salesians have decided to use their long experience in education for the welfare of the children and youth in Bangladesh. We are setting up our first educational presence in Utrail (Birisiri) in the Netrokona district.

In these days the papers in Bangladesh are full of news reports about violence in University campuses and the involvement of students in organized crime. An article in a leading newspaper lamented that education in this country means little more than memorising what the teacher dictates. Evidently, training the memory is only one of the tasks of education and not the whole of it.

For Don Bosco the goal of education is the formation of the complete person so that a young person is well set on the road to maturity, having the right principles of relationship with everyone. Translating his thought into the pluri-religious context of our own day, we could say education aims at "forming honest and responsible citizens who are God-fearing persons."

Through long years of experience Don Bosco evolved his own educational system. The cornerstone of this educational system is the warm, friendly and fatherly/motherly relationship of the educator with everyone of the students. Such an ambience creates a positive and loving relationship of confidence between students and educators. Thus the educational ambience ceases to be an impersonal institution where knowledge is imparted and becomes a family-a home away from home-where every young person can grow up to become a mature and productive member of society under the caring and watchful eyes of the educators. Don Bosco would sum up all this and say: "Education is a matter of the heart."

Salesians have tested this method in different cultures of the world with great success. We assume that the young people of Bangladesh are no different from young people in other parts of the world as far as the craving for love, appreciation and recognition are concerned. Love creates, love transforms, love brings out the best in a person.

In Bangladesh too we hope to create this type of educative ambience in which young people, particularly those who are poor and neglected can become mature and complete persons who will contribute to the overall progress of their society in an atmosphere of social, cultural and religious harmony and economic development.

Young people have much to contribute for the betterment of society. They are not mere recipients or recyclers of age-old and often obsolete or even harmful traditions. It is our hope that young people who come into the educative ambiences we create will become the complete and mature persons that Don Bosco wanted them to become.

— Fr. Francis Alencherry SDB

পার্বত্য এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই

কাউখালীতে ইপসা'র প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউএনও আবু দাউদ মোঃ গোলাম মোস্তফা

রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আবু দাউদ মোঃ গোলাম মোস্তফা বলেছেন- 'পার্বত্য এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে নারী পুরুষ সবাই সমভাবে এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে'। তিনি সকলকে আন্তরিকতার সাথে এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কাউখালীতে ইপসা'র প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু দাউদ মোঃ গোলাম মোস্তফা

গত ২ মার্চ ২০০৯ সোমবার সকাল ১০:০০ টায় বেসরকারী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)'র কাউখালী মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে ইপসা কর্তৃক আয়োজিত "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ব্যবসা ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ব্যবসা ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে HOPE'87 ও ইপসা'র কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, যে কোন ব্যবসার বিষয়ে সফলতা অর্জনের জন্য শুধু কারিগরী দক্ষতা যথেষ্ট নয়, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। কারণ নতুন উদ্যোক্তাদের পক্ষে এ যুগের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তিনি ইপসা কর্তৃক আয়োজিত এ ধরনের প্রশিক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করা যাবে তা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান।

৬ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইপসা'র প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার শাহ সুলতান শামীম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাউখালীর কলমপতি ইউপি চেয়ারম্যান ক্যজাই মারমা, উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা ডা. একেএম রকিবুল হাসান, ইপসা'র পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ জসিম উদ্দিন।

উল্লেখ্য, হোপ'৮৭ বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ইপসা কাউখালী উপজেলা ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরে স্বল্প শিক্ষিত যুব ও যুবমহিলাদের স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ভিত্তিক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। ইপসা'র কর্মএলাকা কাউখালী উপজেলায় পাঁচশত জন এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের দুইশত জনকে পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাউখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৫ জন যুব মহিলা প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

- মোঃ জসিম উদ্দিন, কাউখালী, রাঙ্গামাটি

বন্ধন ও আত্ম-উৎসর্গ'র ব্লাড ডোনার'রা মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে সদা তৎপর

ঝিনাইদহের শৈলকুপার দুইটি স্বেচ্ছা ব্লাড ডোনার গ্রুপ বন্ধন রক্তদান কেন্দ্র ও আত্ম-উৎসর্গ'র প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছা রক্তদানকারী যুবক মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে ডাক পড়লেই রক্তদানের জন্য ছুটে যান হাসপাতাল বা ক্লিনিকে। রক্তদানকারী অনেকেই ৫-৭ বার থেকে শুরু করে ২০-২২ বার পর্যন্ত রক্তদান করেছেন। বন্ধন'র প্রতিষ্ঠাতা ডা. আমিনুল ইসলাম এ পর্যন্ত ৮০ বার রক্তদান করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

শৈলকুপা শহরের বন্ধন রক্তদান কেন্দ্রটি শুরু হয় অনেক আগে। তবে ২০০৪ সালে এই রক্তদান কেন্দ্রটি পূর্ণাঙ্গ ব্লাড ডোনার সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে এ সংস্থায় ব্লাড ডোনার সংখ্যা প্রায় ৪শ'। বন্ধন এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. আমিনুল ইসলাম জানান, ৮০ বার রক্তদানের পরও তিনি সুস্থ্য আছেন। বন্ধনের ব্লাড ডোনারগণ বলেন, রক্ত দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচানোকে তারা শ্রেষ্ঠদান বলে মনে করেন ও মানসিক তৃপ্তি পান।

মনোহরপুর গ্রামের রক্তদানকারী প্রতিষ্ঠান আত্ম-উৎসর্গ'র যাত্রা শুরু ২০০১ সালে। সেই থেকে অদ্যাবধি এর রক্তদানকারীরা নিয়মিত রক্তদান করে আসছে। বর্তমানে ডোনার সংখ্যা প্রায় ৭শ'।

বন্ধন ও আত্ম-উৎসর্গ'র রক্তদানকারীরা তাদের রক্ত কোনো হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে জমা রাখেন না। ডোনারদের প্রথমে ব্লাড গ্রুপ করা হয়। তারপর তাদের নাম ঠিকানা রেজিষ্টারে লিখে রাখা হয়। রক্ত ডোনারদের স্ব-স্ব শরীরে থাকে। আর ডাক পড়লেই হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গিয়ে রোগীর জন্য রক্তদান করে আসেন। তারা শুধু স্থানীয়ভাবেই নয়, রোগীর প্রয়োজনে ঢাকা, খুলনা, যশোর প্রভৃতি স্থানে গিয়েও রক্তদান করে আসেন। যাতায়াত খরচ রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বহন করতে হয়। তবে রক্তের বিনিময়ে তারা কোন অর্থ নেন না। নিরবে তারা আর্ত-মানবতার সেবা করে যাচ্ছেন।

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ জুন ২০০৯

কমনওয়েলথ ইয়ূথ নেটওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ'র আত্মপ্রকাশ

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব ফখরুল ইসলাম, মাননীয় মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (মঞ্চে বাম পাশ হতে ২য়); সাথে অন্যান্য অতিথিগণ। পেছনে ক্রেস্ট হাতে বাংলাদেশের প্রাক্তন ও বর্তমান কমনওয়েলথ রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস ও ডেপুটি রিজিওনাল ইয়ূথ ককাসবৃন্দ।

প্রাক্তন কমনওয়েলথ রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস ও ডেপুটি রিজিওনাল ইয়ূথ ককাসদের সাথে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সব যুব নেতৃবৃন্দ আছে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও তথ্য আদান-প্রদান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৫ মে ২০০৯ তারিখ বিকেল ৩:০০ টায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় 'কমনওয়েলথ ইয়ূথ নেটওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব ফখরুল ইসলাম, মাননীয় মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন-'বাংলাদেশে যুবদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ একটি বিশেষ দিন। কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রামে কাজ করে যেসব যুব প্রতিনিধি যুব উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেগুলো দেশের সাধারণ যুবক-যুবতীদের মাঝে বিনিময় করা একান্ত জরুরী। এই উদ্যোগের জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি'। এর পর মাননীয় মহাপরিচালক ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অন্যান্য পরিচালকগণ বর্তমান ও প্রাক্তন রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস ও ডেপুটি রিজিওনাল ইয়ূথ ককাসদের সাথে নিয়ে তাদের অর্জিত ইয়ূথ এওয়ার্ড, মেডেল, ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, ট্রেনিং মডিউল, কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রামের বিভিন্ন নিউজ লেটার এবং বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ছবি ইত্যাদির এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

প্রাক্তন রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস এবং চেয়ার অব রিজিওনাল ইয়ূথ প্রোগ্রাম, এশিয়া রিজন জনাব মোঃ রেজাউল করিম বাবু'র উৎসাহ ও প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং হোপ'৮৭ এর সহায়তায় এই সভার আয়োজন করা হয়। জনাব মোঃ রেজাউল করিম বাবু তার বক্তব্যে কমনওয়েলথ ইয়ূথ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন-'রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস এবং ডেপুটি রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস'দের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশে যুব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর ফলে সাধারণ যুবদের কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে'।

কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রামের বর্তমান রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস শাহ্‌রীন শ্রাবণ তিলোত্তমা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন যুব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং এতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া মি: গোলন্দাজ, প্রাক্তন ডিওয়াইডি অফিসিয়াল; প্রফেসর ড. তালেব, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর রওশন আরা ফিরোজ, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিঃ আব্দুল মোমেন, প্রাক্তন পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রাক্তন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সাধারণ সভায় আগত অতিথি ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মিঃ রমনী মোহন চাকমা, পরিচালক পরিকল্পনা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, এর সভাপতিত্বে সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই উদ্যোগটিকে 'Commonwealth Youth Network in Bangladesh' নামকরণ করা হয়েছে। কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রামের বর্তমান রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস শাহ্‌রীন শ্রাবণ তিলোত্তমা'কে কনভেনর করে ১১ সদস্যের একটি কনভেনর কমিটি গঠন করা হয়, যারা আগামী ৬ মাসের মধ্যে একে গতিশীল করার জন্য যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর কার্যালয় হবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। তবে যতদিন স্থায়ী কার্যালয় না পাওয়া যায় তত দিন হোপ'৮৭ এর অফিস অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

সভাপতি মিঃ রমনী মোহন চাকমা, পরিচালক পরিকল্পনা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তার বক্তব্যে বলেন- দেশের যুবদের উন্নয়নে ভবিষ্যতে আরো কী ধরণের পদক্ষেপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো উন্নতি দরকার সেজন্য সিনিয়র অফিসিয়ালদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তিনি মত পোষণ করেন যে, 'কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' উদ্যোগটি আমাদের দেশের যুব কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে।

-শাহ্‌রীন শ্রাবণ তিলোত্তমা

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম

কমনওয়েলথ অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্র সমূহের যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত একটি বিশেষায়িত সংস্থা কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এর অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রের যুব সমাজের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের পাশাপাশি যুব সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করা। এছাড়া সংস্থাটি যুব সমাজের (১৫-২৯) ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। যা এর লক্ষিত যুব সমাজের এবং সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের (যেমন-যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

সি.ওয়াই.পি আফ্রিকা, এশিয়া, ক্যারিবিয়ান, প্যাসিফিক এই চারটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত। বাংলাদেশ এশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত এবং যার প্রধান কার্যালয় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের চন্ডিগড়ে অবস্থিত। প্রধানত তিনটি পৃথক কৌশলগত দিকে নিয়ে সি, ওয়াই, পি কার্যক্রম পরিচালনা করে। সেগুলো হলো ১. যুব উদ্যোগ ও স্থায়ী জীবিকার সংস্থান ২. প্রশাসন উন্নয়ন ও যুব নেটওয়ার্ক ৩. যুব কর্মশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। বর্তমানে এ সংস্থাটি তার কৌশলগত পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেছে, যা জানুয়ারী ২০০৯ এ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কর্মশালার মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হয় এবং আগামী অক্টোবর ২০০৯ ত্রিণিদাদ ও টোব্যাগোতে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্র প্রধানদের কর্মশালার মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হবে বলে ধারণা করা যায়। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে যুব উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা যায়।

সি ওয়াই পি তার সদস্য রাষ্ট্র সমূহের সরকারী পর্যায়ে যুব সমাজের ক্ষমতায়ন ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদে দুজন যুব প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। যারা রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস (আর ওয়াই সি) ও ডেপুটি রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস (ডি আর ওয়াই সি) হিসেবে পরিচিত এবং যারা বাংলাদেশে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। নিয়োগ প্রাপ্তরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুব সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে থাকে, যাতে করে যুব উন্নয়নে কমনওয়েলথ ও সরকারের প্রচেষ্টাকে সমন্বয় ও বেগবান করা যায়।

কমনওয়েলথ কৌশলগত পরিকল্পনা সভা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মশালা

গত ০৮-১৫ জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রাম (সিওয়াইপি) এশিয়া অঞ্চলের সদস্য রাষ্ট্র সমূহের (বাংলাদেশ, ব্রুনাই, ভারত, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, শ্রীলংকা) রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস (আরওয়াইসি), ডেপুটি রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস (ডি আর ওয়াই সি) এবং সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে মালয়শিয়া'র কুয়ালালামপুরে "কৌশলগত পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণ আলোচনা (২০০৮-২০১২)" এবং "নেতৃত্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

এই কৌশলগত পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো যুবকর্মকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার মাধ্যমে যুব উন্নয়নের সূচকের উন্নয়ন সাধন। অংশগ্রহণকারী যুব প্রতিনিধিরা যাতে তাদের স্ব-স্ব দেশে গিয়ে যুব সমাজের সঠিক নেতৃত্ব দান করতে পারে তার জন্যই এ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে মিঃ রমনী মোহন চাকমা, পরিচালক প্রশাসন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে শাহ্‌রীন শ্রাবণ তিলোত্তমা, রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস (আর ওয়াই সি) এবং সুবির দাশ, ডেপুটি রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস (ডি আর ওয়াই সি) এতে অংশগ্রহণ করেন।

মালয়শিয়া'র কুয়ালালামপুরে আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ (বাম পাশ হতে ৬ষ্ঠ এবং ডান দিক থেকে ৫ম।)

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৯ উদ্‌যাপন করুন
International Youth Day 2009

আগামী ১২ আগষ্ট ২০০৯ তারিখ সারা বিশ্বে পালিত হবে "আন্তর্জাতিক যুব দিবস"। জাতিসংঘ যুবসমাজকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা এবং যুবদেরকে একই প্লাটফর্মে আনার জন্য এই দিনটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। যাতে প্রত্যেক দেশ তার যুবসমাজের জন্য নিত্য নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদের ক্ষমতাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে পারে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও জাতিসংঘ যুব সমাজের জন্য একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে এই দিবসটি পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ Sustainability: Our Challenge. Our Future. "স্থায়িত্বশীলতাঃ আমাদের ঝুঁকি, আমাদের ভবিষ্যৎ"। এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সারা দেশের যুব সংগঠন, যুব ক্লাব, স্থানীয় সংস্থা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা সংস্থা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সরকারী মন্ত্রণালয়গুলোকে নিজস্ব চিন্তাধারা, সামর্থ্য ও স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যেকোন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য সবিনয় অনুরোধ রইল। প্রতি বৎসরের মতো এবারেও ইপসা ও Proyouth Network Bangladesh যৌথভাবে সারা বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৯ উদযাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী সংখ্যায় এ সংক্রান্ত কর্মসূচীর সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আব্দুল মোমেন
প্রাক্তন পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও
প্রাক্তন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ রেজাউল করিম বাবু
মোঃ আরিফুর রহমান

সহ-সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ নাজমুল হায়দার
ইঞ্জি. শাহিমা তানজিম তামিম
সুবির দাশ

কার্য-নির্বাহী সম্পাদক

হেনরী হেবল রায়

সহায়তায়

HOPE'87 বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)

সম্পাদকীয় কার্যালয়ঃ

ইয়ূথ ভয়েজ

প্রযত্নেঃ ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)

বাসা ১৩/ক, রোড ০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৪ ২৩৫১ / ৮১৪ ৩৯৮৩
মোবাইল: ০১৮১৮ ৬৫৮ ৫৭৫ / ৫৭৮ ৫৯০
ই-মেইল: youthvoice.bd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.ypsa.org

শুভেচ্ছা মূল্য: **২৫.০০ টাকা**

যুব শান্তি প্রতিস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা

ভারতের চন্ডিগড়ে আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

গত ৯-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ কমনওয়েলথ ইয়ূথ প্রোগ্রাম (সি ওয়াই পি) এশিয়া সেন্টারের আয়োজনে ভারতের চন্ডিগড়'এ অবস্থিত কার্যালয়ে "যুব ও শান্তি প্রতিস্থাপন" বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালাটি আয়োজনের ক্ষেত্রে সহযোগিতায় ছিলেন 'রাজিব গান্ধী ইনস্টিটিউট অব ইয়ূথ ডেভলপমেন্ট' ভারত। এশিয়া অঞ্চলে শান্তি ও সংঘাত ব্যবস্থাপনায় পথিকৃত হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান যুব নেতৃবৃন্দ কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে তা এই কর্মশালার মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা করা হয়। কর্মশালায় এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের যুব প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমনওয়েলথ'র মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী কমলেশ শর্মা। বাংলাদেশ থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। তারা হলেন সুবির দাশ, ডেপুটি রিজিওনাল ইয়ূথ ককাস (ডি আর ওয়াই সি), সালমা সোনিয়া, ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অম্লান চাকমা-নির্বাহী পরিচালক, টংগ্যা।

–সুবির দাশ (ডি আর ওয়াই সি) বাংলাদেশ।

যুব কার্যক্রম বিষয়ক সচিত্র সংবাদ প্রেরণ

বাংলাদেশের যুব কার্যক্রম বিষয়ক সমন্বিত মুখপত্র 'ইয়ূথ ভয়েজ' এখন থেকে ৩ মাস অন্তর প্রকাশিত হবে। আপনার সংস্থা বা সংগঠনের বিগত ৩ মাসের যুব সম্পর্কিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে গৃহীত পদক্ষেপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস পালন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, এইচআইভি / এইডস, বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম, যুবদের আত্মোন্নয়নমূলক সেমিনার-ওয়ার্কশপ, আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ক সচিত্র সংবাদ ডাকযোগে বা ই-মেইলের মাধ্যমে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইয়ূথ ভয়েজ

প্রযত্নে: ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)

বাসা ১৩/ক, রোড ০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন : +৮৮-০২-৮১৪২৩৫১/৮১৪৩৯৮৩
মোবাইল ঃ ০১৮১৮-৬৫৮৫৭৫, ই-মেইল ঃ youthvoice.bd@gmail.com